MAR 20 2001

ভোরের কাগজ

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৭ ...

ত্র সংসদের একজন গ্রেপ্তার, ভিপি-জিএসকে পুলিশ খুঁজছে

কন্দ্র বাতিলের আতঙ্কে ৯শ পরীক্ষার্থী, ডিসিকে ারকলিপি, শিক্ষকরা পরীক্ষা নিতে চান

শাকেশ রায় : কলেজ ছাত্র সংসদের ভিপির নেতৃত্বে মাস্টার্স পরীক্ষার চতুর্থপত্রের
ীক্ষা ভণ্ডুল করে দেওয়ার ঘটনায় সরকারি রাজেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ কেন্দ্রের ৯
তাধিক মাস্টার্স পরীক্ষার্থীর জীবন অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে। সাধারণ পরীক্ষার্থীরা
ন্দ্র বাতিলের খবরে আতঙ্কিত হয়ে চতুর্থপত্রের পুনঃপরীক্ষা গ্রহণসহ আগামী
রীক্ষাগুলো সুষ্ঠুভাবে গ্রহণের দাবিতে জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি দিয়েছে।

এছাড়া শিক্ষক পরিষদের সভায় আগামী পরীক্ষাগুলো গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়ে বাতিল
তুর্থপত্রের পরীক্ষা পুনঃআয়োজনের দাবিসহ ফরিদপুরে কেন্দ্র রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে।
ন্যদিকে রোববারের ঘটনায় শিক্ষকদের পক্ষ থেকে জননিরাপত্তা আইনে মামলা ও
গপি পুচ্চিকে পরীক্ষা থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ নজরুল ইসলাম গত রোববার ভিপি পুচ্চিকে প্রধান
াসামি করে কোতোয়ালি থানায় জননিরাপত্তা আইনে মামলা করেন। গভীর রাতে পুলিশ
লেজ সংসদের বার্ষিকী সম্পাদক শরিফুল ইসলাম মিলটনকে গ্রেপ্তার করেছে। ভিপি
চ্চি, জিএস রেশাদসহ অন্যদের গ্রেপ্তারে পুলিশ অনুসন্ধান অব্যাহত রেখেছে।

গতকাল সোমবার সকালে পুলিশি প্রহরায় কলেজ শিক্ষক পরিষদের সভা শহরে
লেজের মূল ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় রোববারের ঘটনার জন্য দায়ী ভিপি পুচ্চিকে
রীক্ষা থেকে বহিষ্কার করা হয়। এছাড়া বাতিলকৃত চতুর্থপত্রের পরীক্ষা পুনঃআয়োজনের
নুরোধ জানানো হয়। অন্যদিকে আগামী ২৪ মার্চ থেকে মাস্টার্সের বাকি পরীক্ষাগুলো
হেণের সিদ্ধান্ত নিয়ে এ বিষয়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও জেলা প্রশাসনের সহযোগিতা
ামনা করা হয়। গতকাল সারাদিনই কলেজে কেন্দ্র থাকাসহ এসব পরীক্ষা পুনঃগ্রহণ ও
ুষ্ঠুভাবে বাকি পরীক্ষাগুলো গ্রহণের ব্যাপারে শিক্ষকরা সর্বতোভাবে চেষ্টা চালান। এ
্যাপারে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে সুপারিশ ও রিপোর্ট পাঠানো
হয়েছে। কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর নজরুলসহ শিক্ষকবৃন্দ জানান, ৯০০ ছাত্রছাত্রীর
ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হবে একজনের জন্য এটা আমরা চাই না।

এদিকে সাধারণ পরীক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকরা বাতিলকৃত পরীক্ষা পুনঃআয়োজন
ও আগামী পরীক্ষাগুলো সঠিকভাবে যেন তাদের সন্তানরা দিতে পারে সে লক্ষ্যে বিভিন্ন
মহলে ধরনা দিচ্ছেন। সাধারণ পরীক্ষার্থীরা এ দাবিতে গতকাল সোমবার জেলা
প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি দিয়ে প্রেসক্লাবে এসে সাংবাদিকদের বলেন, রোববারের
ঘটনা কলেজ ভিপি ও তার সহযোগীদের দ্বারা সংঘটিত একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা। এর সঙ্গে
সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের কোনো সম্পর্ক নেই।

এদিকে রোববারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে শহর জুড়ে ব্যাপক আলোচনা-
সমালোচনাসহ থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে। পরীক্ষার্থীদের হাতে লাঞ্ছিত ও হুমকির
শিকার হয়ে থানায় আশ্রয় নেওয়া পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক শামসুর
... শিক্ষকদের হস্তক্ষেপে রোববার রাতেই বাসায়